যুগান্তর

31 MAY 2017

শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ায় আমরা কি সম্মানিত হলাম?

সৈয়দ এলতেফাত হোসাইন

আমাদের প্রাণের ক্যাম্পাস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন হরহামেশাই শিক্ষকরা শিক্ষার্থী কর্তৃক লাঞ্ছিত হন। এবং সে খবর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে পত্রিকা অফিসে আসে জাতিকে জানানোর জন্য।

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হল, আমাদের গ্রামে একটা প্রবাদ আছে— 'ভালো মানুষ মাইর খায়, ধুলা ঝেরে ঘরে যায়/ খারাপ মানুষ মাইর খায় পথে পথে গেয়ে (বলে) যায়'। শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছে শব্দটা নিউজে লিখব কী লিখব না সেটা অনেকবার ভেবেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখেছি। কারণ না লিখলে আবার যারা লাঞ্ছিত হয়েছেন তারা ভাববেন আমি নিউজে পক্ষপাতিত্ব করেছি। তারা লাঞ্ছিত হয়েছেন এটা জাতিকে জানানো সম্মানের না অপমানের, তা ভাবার সময় ওদের নেই। তবে জাতিকে জানাতে হবে, তাদের শিক্ষার্থীরা বেয়াদব। কিন্তু এটা ভাবেননি নিজেদের শিক্ষার্থীদের বেয়াদব বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া কতটা অপমানের। এর মানে কি এটাই দাঁড়ায় না— শিক্ষকরা কী শিক্ষা দেন যে শিক্ষার্থীরাই আবার ওই শিক্ষকের গায়েই হাত তোলে? আপনারা একবারও কি বিষয়টা ভেবেছেন? যারা লাঞ্ছিত হয়ে অফিসে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন! না, আপনাদের ভাবার দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত, কেন বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে সেটা ভেবেছেন? আর কারা এর পেছনে মদদ দিচ্ছে? জাহাঙ্গীরনগরে শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও তোলা হয়েছিল। এবং সেখানে শিক্ষকদেরই একটা অংশ শিক্ষার্থীদের মদদ দিয়েছিলেন। মনে আছে, শরীফ স্যারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন চলাকালীন রাতের অন্ধকারে (বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর) শিক্ষকদের ওপর হামলার কথা? ওই ঘটনায় কারা মদদ দিয়েছিলেন? সবাই না জানলেও আপনারা নিজেরা তো জানেন! বিচার করেছিলেন ওই ঘটনার?

এরপর আনোয়ার স্যারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন দিবালোকে শিক্ষকদের ওপর সশস্ত্র হামলার কথা মনে আছে? কারা ওই হামলাকারীদের মদদ দিয়েছিলেন? একবার ভাবুন। করেছিলেন ওই ঘটনার বিচার? না, করেননি। কারণ তারা ছিল একটি নির্দিষ্ট গোত্রের।

তৃতীয়ত, যদি ওই সময় ওই ঘটনাগুলোর বিচার করতেন, তাহলে আজ কি আবারও আপনারা আক্রান্ত হতেন? নিশ্চয়ই না। সাধারণ শিক্ষার্থী বলেন আর ছোট দলভুক্ত গোত্রের শিক্ষার্থীই বলেন, ওরা আগের ঘটনাগুলো দেখে বুঝতে শিখেছিল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পেটালে কিছু হয় না। কিন্তু ওরা জানত না, বিচার হয় না আসলে একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত শিক্ষার্থীদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভাঙা সবার জন্য জায়েজ নয়। তাই ওরা সেদিন রাতে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার করতে গিয়ে ফেঁসে গেল। হয়তো লাঞ্ছিত করেছিল দু'য়েকজন, কিন্তু 'হাইকোর্ট' দেখল ৪৩ জন। তবে যারা আগের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছনা করেছেন, তাদের আমি ধিক্কার জানাই। কারণ এটা আপনাদের কাছ থেকে কাম্য নয়।

চতুর্থত, সম্মানিত শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ, শিক্ষক পেটানো ও ভাংচুরের জন্য এখন যেভাবে আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও এটা বজায় রাখবেন। তাহলে আপনারা লাঞ্ছিত হয়েছেন এমন প্রেস বিজ্ঞপ্তি আর আমাদের দেখতে হবে না।

সৈয়দ এলতেফাত হোসাইন : *সাংবাদিক*
altefat.syed@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর